যুগান্তর

তারিখ 29 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রংপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ছাত্রী ভর্তি : ১০ লাখ টাকার ঘুষ বাণিজ্য

রংপুর ব্যুরো

রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলি কোটায় ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে অবৈধভাবে ৪৪ ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। এ ভর্তি বাণিজ্য করে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভর্তির জন্য ছাত্রীপ্রতি ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা উৎকোচ নেয়া হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদের যোগসাজশও রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রধান শিক্ষিকা সৈয়দা খালেদা আক্তারের দাবি, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপে তিনি অতিরিক্ত ছাত্রী ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। জানা গেছে, ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে এই বিদ্যালয়ে এক হাজার ৯২০টি আসন থাকলেও অতিরিক্ত ২৮০ জন ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে সরকারি চাকরিজীবীদের সন্তানদের কোটায় যে ৪৪ ছাত্রীকে ভর্তি করা হয় তাদের অধিকাংশের বাবা-মা কোন সরকারি চাকরি করেন না। ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে অভিভাবকদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নিয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি করা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবীর বদলির কোটায় ইসলামিক ব্যাংক, এনজিও কর্মী, মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভসহ ব্যবসায়ীদের সন্তানদের ভর্তি করা হয়। যেসব কাগজপত্র দেখানো হয়েছে সেগুলোও জালিয়াতি করে তৈরি করা হয়েছে। উলিপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যয়নপত্রে ফারহানা রবিকে (প্রীতি) ৮ম শ্রেণীর গ শাখায় ভর্তি করা হয়। তার রোল-১৮। তার মা গৃহিণী ও বাবা গোলাম কিবরিয়া চিলমারীতে বেসরকারি কলেজে প্রভাষক পদে চাকরি করেন। একই শাখায় আফরিন তাসনিমকে ভর্তি করা হয়। তার পিতার বদলি দেখিয়ে তাকে কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যয়নে এখানে ভর্তি করা হয়। এভাবে ৪৪ ছাত্রীকে পিতামাতার ভুয়া বদলি দেখিয়ে জাল কাগজপত্র তৈরি করে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ওই স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীর ৪টি করে শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখায় ৬০ জন করে ভর্তির অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ হিসেবে ওই স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা হওয়ার কথা ১ হাজার ৯২০ জন। অথচ হাজিরা খাতা ও বেতন বই অনুযায়ী দুই হাজার ২শ'র অধিক ছাত্রীর তালিকা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা উপ-পরিচালক রফিকুল ইসলাম চিঠি দিলেও তিনি কোন জবাব দেননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্কুলের একাধিক শিক্ষক জানান, অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় প্রধান শিক্ষিকা সৈয়দা খালেদা আক্তার ও স্কুলের সহকারী শিক্ষক জুবায়ের হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষিকা সৈয়দা খালেদা আক্তার বলেন, নিয়মমাফিক ভর্তি করা হয়েছে। আর অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতাদের তদবিরের কারণে। এছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনও রয়েছে। জুবায়ের হুমায়ুন জানান, প্রধান শিক্ষিকার নির্দেশেই এইসব ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। কাগজপত্র থাকলেই ভর্তি করা হয়। কার বাবা সরকারি চাকরি করে কার বাবা করে না সেটা দেখার বিষয় নয়।